নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) বর্ধিত স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জমি কেনায় অনিয়মের অভিযোগে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) কয়েক সদস্যে (দুদক)। এ কারণে বিওটি ভেঙে নতুন ট্রাস্টিজ গঠন করা হয়েছে। তবে নতুন ট্রাস্টিজ নিয়ম মেনে হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। আগের ৪ ট্রাস্টির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ট্রাস্টি বোর্ড ভাঙার কোনো প্রভিশন নেই। আর নতুন যে বিওটি করা হয়েছে তাতে একই পরিবারের চারজন রয়েছে জাভেদ মুনির আহমেদ, ফাইজা জামিল ও শীমা আহমেদ। উত্তরাধিকার হিসাবে তাদের রাখা হয়েছে। কিন্তু এটা বেআইনি।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ তোয়াক্কা না করে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ভেঙে দিয়ে গত ১৬ আগস্ট ১২ সদস্যের নতুন বোর্ড গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বাদ পড়েন সাতজন। যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে চারজন আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে দুদুকের মামলায় কারাগারে আ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত না করে তাড়াহুড়ো করে ট্রাস্টিজ থেকে সাতজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ তদন্তে দেখা যায়, ট্রাস্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় নতুন করে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন কতিপয় ট্রাস্টির নাম-পরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট কবে প্রকাশিত হয়েছে? যাদের নামে অভিযোগ এসেছে তাদের কি জানানো হয়েছে? তাদের কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সু যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে।

এদিকে ইউজিসির একাধিক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডে কারা থাকবেন, এ বিষ এই বোর্ড নিয়ে ইউজিসিকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।'

অপরদিকে নতুন বোর্ড অব ট্রাস্টিজে মিসেস ফৌজিয়া নাজকে উদ্যোক্তা ট্রাস্টি করা হয়েছে। তিনি কখনো উদ্যোক্ত ট্রাস্টি নন। তিনি উদ্যোক্তা ট্রাস্টি ট্রাস্টি সদস্য। এছাড়া নর্থ সাউথের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলামকে শিক্ষাবিদ কোটায় ট্রাস্টি করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ট্রাস্টি সদস্যরা সুবিধা নিতে পারবেন না। অথচ উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক সুবিধা ও বেতন-ভাতাপ্রাপ্ত। একজন ট্রাস্টি সদ আইনগত বিধিনিষেধ রয়েছে। পদাধিকার বলে যেখানে ভিসি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সেখানে শিক্ষাবিদ কোটায় কেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করা হ রওশন আলম ও মো. আব্দুল আউয়ালকে বাদ দেওয়া হলো কেন?

জানতে চাইলে এনএসইউ-এর উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম প্রথমে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পরে তিনি বলেন, 'আমাকে বিওটি অভিযোগ থাকলে প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে পারে।'

এ প্রসঙ্গে এনএসইউ-এর সাবেক প্রক্টর এবং শিক্ষক নাজমুল আহসান বলেন, '১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আর এখনকার ন করেছেন, তারা ছিলেন সত্যিকারের উদ্যোক্তা। বর্তমানে নতুন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠনে অনিয়ম যে হয়নি, সেটা অস্বীকার করা যাবে না।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির কয়েকজন সদস্য বলেন, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা আগে প্রকাশ করা হোক। তারপর অভিযুক্তদের অ সদুত্তর না আসে, তাহলে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনের প্রশ্ন আসতে পারে। এখন যা হচ্ছে তা নেহায়েত চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত। এভাবে হলে অন্য প্রতিষ্ঠাত

দেশের শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, যে প্রক্রিয়ায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে, তাতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন। সু দেওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হবে। এতে সরকারের ওপর একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদরা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স

এনএসইউ-এর একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থানে থাকা এনএসইউ পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে জমি কেনার অভিযোগে ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। কিন্তু ক্রয়কৃত জমি সংগ অনেক কম। তৎকালীন উপাচার্য নতুন সম্প্রসারিত আবাসিক ক্যাম্পাস নির্মাণের আহ্বান জানালে এনএসইউ-এর বিওটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞা অবস্থান, প্রকল্পের সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় জমির দাম নির্ধারণ হয়। ফলে একই মৌজায় জমির ভিন্ন দাম থাকতে পারে। ক্রয়কৃত নিয়েছে, একই কোম্পানি থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় লাখ টাকা কাঠাপ্রতি ১৫০ বিঘা জমি ক্রয় করেছে। যেখানে টাকা করে। এই জমির পাশেই পূর্বাচল প্রকল্পে জমি কাঠাপ্রতি ৫০ লাখ টাকা।

এদিকে বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবৈধ সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়টির কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা ১০টি গাড়ি মাত্র ৩৬ লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন উপাচার্য। এছাড়া স্বজনপ্রীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, অতিরিক্ত বেতন আদায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে